সংবাদ

তারিখ ... ১.৪.৮৩

পৃষ্ঠা ... ... কলাম ...

004

কলেজে ৩য় শ্রেণীর মাষ্টার ডিগ্রীদের প্রসংগে

বিগত ২৮শে জুন তারিখে 'সংবাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত সহকারী অধ্যাপিকা ফওজিয়া আলী সাহেবার 'কলেজে ৩য় শ্রেণীর মাষ্টার ডিগ্রীদের প্রসংগে' শীর্ষক পত্রখানা পড়লাম। তিনি তাদের সম্বন্ধে যেভাবে আলোচনা করেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয় ও যুক্তিযুক্ত। সরকার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন তৃতীয় শ্রেণীর মাষ্টার ডিগ্রীদের পদোন্নতি দিয়ে যে বৈষম্যমূলক ও বিমাতা-সুলভ আচরণ করেছেন তা অত্যন্ত অন্যায় ও দুঃখজনক। এ প্রসংগে সরকারের সক্রিয় বিবেচনার জন্য নিম্নোক্ত কথা বক্তব্য পেশ করা হল:

(১) দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাষ্টার ডিগ্রীধারীদের মধ্যে শুধু কয়েকটি নম্বরের ব্যবধান। দীর্ঘদিন শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মাভিজ্ঞতায় এই গুটি কয়েক নম্বরের তারতম্য নিশ্চয়ই লোপ পায়। শিক্ষার্থীবৃন্দ চায় শিক্ষকদের শিক্ষাদান শৈলী ও পারদর্শিতায় তৃতীয় শ্রেণীর বিষয়টি তাদের বিবেচ্য নহে। তাই দ্বিতীয় শ্রেণী তৃতীয় শ্রেণীর সবাইকে সুবিচারের খাতিরে পদোন্নতি দেয়া দরকার।

(২) ৩য় শ্রেণীর মাষ্টার ডিগ্রীধারী শিক্ষকবৃন্দ যখন দেখিবে যে, তাদের সব সহকর্মীবৃন্দ একে একে পদোন্নতি পেয়ে গেছেন, এমন কি যারা জুনিয়র ছিলেন তারাও পদোন্নতি পেয়ে গেছেন তখন নিশ্চয়ই তারা মানসিকভাবে অস্থির হয়ে পড়বে। ফলে তাদের স্বাভাবিক শিক্ষাদান ক্ষমতা ব্যাহত হবে। এতে শিক্ষার্থীবৃন্দ হবে ক্ষতিগ্রস্ত। তাই জাতীয় স্বার্থে তাদের পদোন্নতি দেয়া একান্ত দরকার।

(৩) এই প্রসংগে আর একটি কথা উল্লেখ্য। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৪০% নম্বর পেয়েই একজন দ্বিতীয় শ্রেণী পেয়ে থাকেন। কিন্তু দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় হতে ৪৪% নম্বর পেয়েও দ্বিতীয় শ্রেণী পান না। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৪০% নম্বর পেয়ে একজন বিনাশর্তে পদোন্নতি পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় হতে ৪৪ নম্বর পেয়েও পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত। পদোন্নতির ক্ষেত্রে এটা কি বৈষম্যমূলক নীতি নয়? তাই সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য তৃতীয় শ্রেণী প্রাপ্ত মাষ্টার ডিগ্রীধারী প্রভাষকদেরকে পদোন্নতি দেয়া উচিত।

(৪) সরকার তৃতীয় শ্রেণীর মাষ্টার ডিগ্রীধারীদের কখনও সরকারী কলেজে নিয়োগ করেন না। কিন্তু কলেজ জাতীয়করণের ফলে বেশ কিছু শিক্ষক সরকারী কলেজে নিয়োগ পেয়েছেন। তাদের মধ্যে অনেকের চাকরিকাল ১০।১৫ বছর হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান (৪-৫-৮২ ইং তারিখের সন্ধ্যা ৮টায় তাঁর বাসভবনে সভার কার্যাবিবরণী) ৩য় শ্রেণীর মাষ্টার ডিগ্রীপ্রাপ্ত শিক্ষক, বিশেষ করে ইংরেজীর শিক্ষক এবং যাদের বয়স ৪০ বছরের উর্ধে তাদের ক্ষেত্রে ডিগ্রী উন্নয়নের শর্ত মওকুফ" করার আশ্বাস দিয়েছিলেন। তাই এ সমস্ত শিক্ষককে বিনাশর্তে পদোন্নতি দেওয়া যুক্তিযুক্ত।

ভোলা নাথ সাহা
২য় বর্ষ (পরিসংখ্যান বিভাগ),
ঢাঃ বিঃ।